দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 0 8 NOV 2008
পৃষ্ঠা - ১ কলাম - ৫

এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন

তিন মাসের বিল পরিশোধ করে খেলাপীরা প্রার্থী হতে পারবেন

স্টাফ রিপোর্টার

এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা স্বপদে থেকেই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে উপজেলা নির্বাচনে তারা প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রার্থী হতে হলে সংশ্লিষ্টদের পদত্যাগ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। বিল খেলাপীরা গত তিন মাসের বিল পরিশোধ করেই মনোনয়নপত্র দাখিল করতে

পৃঃ ১১ কঃ ৩

এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পারবেন। গতকাল (শুক্রবার) বিভাগীয় নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে নির্বাচন কমিশন সচিব মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। কর্মশালায় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

হুমায়ুন কবির বলেন, নির্বাচনে প্রার্থীরা পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিলের ক্ষেত্রে গত তিন মাসের বিল পরিশোধ করেই মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। অর্থাৎ প্রার্থীরা গত তিন মাসের বিল নিয়মিত করে এলে তাদের মনোনয়নপত্র বৈধ বলে বিবেচনা করা হবে।

কমিশন সচিব বলেন, উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনী আইন দিয়ে। এই আইন অনুসারে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তবে এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও স্বপদে থেকেই সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় থেকে গত বৃহস্পতিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন নির্বাচন কমিশনে পাঠানো হয়েছে। একই সাথে কোন প্রার্থী যেন উপজেলা ও সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে সে বিষয়েও একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে গত বৃহস্পতিবার।

সচিব বলেন, উপজেলা নির্বাচনে যারা প্রার্থী হবেন তারা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। কারণ দুটি নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেয়ার শেষ তারিখ কাছাকাছি সময়ে রাখা হয়েছে। পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বর স্বপদে থেকে জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। নতুন আইনে জনপ্রতিনিধি ও শিক্ষকরা স্বপদে থেকে নির্বাচন করতে পারবেন। তবে তারা এক সাথে দুটি নির্বাচন করতে পারবেন না। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেয়া কর্মকর্তাদের উদ্দেশে নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আপনারা নিরপেক্ষ থেকে কাজ করবেন। কোন ছোটখাটো ত্রুটির কারণে কোন প্রার্থী যেন বাদ না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত রাখার স্বার্থে ভোটের দিন সারাদেশে মোবাইল যোগাযোগ বন্ধ রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।